Naya Jamana Evening Edition.....9 june.....2026_Layout 1 13-06-2026 16:07 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

২৯ জ্যৈষ্ঠ ।। ১৪৩৩।। শনিবার ১৩ জুন ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৩৭০ সংখ্যা ।। ৪ পাতা

পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধ থামার ইঙ্গিত মিলতেই বিশ্ববাজারে হু হু করে পড়ল তেলের দাম

তৃণমূলের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে সায়নীকে নিয়ে ধুন্ধুমার

এবার আরও ৫ স্টেশনে দাঁড়াবে রানাঘাট-শিয়ালদহ এসি লোকাল, তীব্র গরমে 'কুল' সিদ্ধান্ত রেলের

নথি পোড়ানোয় গ্রেপ্তার

নয়া জামানা ঃ গ্রেফতার অশোকনগর পুরসভার চেয়ারম্যান প্রবোধ সরকার। পুরসভার ফাইল এবং বেশ কিছু নথি পোড়ানোর অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। সূত্রের খবর, নিজের বাড়িতেই তিনি ফাইল পোড়াচ্ছিলেন। স্থানীয় বাসিন্দারা সেটা জানতে পেরে যান। বোঝা মাত্রই চেয়ারম্যানের বাড়ি ঘেরাও করেন এলাকার বাসিন্দারাই। খবর যায় অশোকনগর থানা। তারপরই পুর চেয়ারম্যানকে থানায় এনে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ। মাঝরাতে গ্রেফতার করা হয় তাঁকে।

বিদ্রোহী শিবিরে সুদীপ !

নয়া জামানা ঃ তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আরও নিঃসঙ্গ করে এবার বিদ্রোহী শিবিরে দীর্ঘকালের সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ! শনিবার দিল্লিতে বিজেপির অন্যতম শীর্ষনেতা ভূপেন্দ্র যাদবের বাড়িতে গিয়ে তাঁর বৈঠকের পর তুঙ্গে জল্পনা। শোনা যাচ্ছে, এদিন সাংসদ শতাব্দী রায় তাঁকে নিয়ে ভূপেন্দ্র যাদবের বাড়িতে যান। সেখানে বেশ কিছুক্ষণ আলোচনা করেন তাঁরা। সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ বিদ্রোহী তৃণমূল শিবিরের সাংসদ সংখ্যা হতে চলেছে ২০।

অভিষেকের বাড়িতে তল্লাশি

কাকভোরে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে তল্লাশি শালবনি থানার পুলিশ। তালা ভেঙে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের কালীঘাটের পটুয়াপাড়ার বাড়িতে ঢোকেন পুলিশ আধিকারিকরা।

তৃণমূলের উদাসীনতায় উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত বাংলা

ডবল ইঞ্জিনে বদলের প্রতিশ্রুতি শমীকের

নয়া জামানা ঃ তৃণমূল সরকারের আমলে পশ্চিমবঙ্গে উন্নয়নের একাধিক সুযোগ নষ্ট হয়েছে বলে সরাসরি অভিযোগ তুললেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। শনিবার সমাজমাধ্যমে একটি পোস্টে তিনি জানান, কেন্দ্রের পরিকল্পিত উদ্যোগ রাজ্যে বাস্তবায়িত না হওয়ায় বহু জনপদ আজও অপরিকল্পিত নগরায়নের সমস্যায় জর্জরিত।

শমীক ভট্টাচার্য তাঁর পোস্টে উল্লেখ করেন, ২০১৬ সালে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের ৭৮০টি 'সেনসাস টাউন'কে নগর প্রশাসনের আওতায় এনে পরিকল্পিত উন্নয়নের সুযোগ করে দিতে চেয়েছিল। এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে কেন্দ্রীয় আর্থিক

সহায়তায় উন্নত রাস্তা, নিকাশি ব্যবস্থা, পানীয় জল সরবরাহ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও স্ট্রিট লাইটের মতো পরিষেবা আরও শক্তিশালী করা সম্ভব হত। কিন্তু তৎকালীন তৃণমূল সরকারের উদাসীনতায় সেই উদ্যোগ আর আলোর মুখ দেখেনি। ফলে দ্রুত বেড়ে ওঠা বহু জনপদ আজও পরিকল্পনাহীন নগরায়নের শিকার এবং উন্নয়নের সুযোগ থেকে বঞ্চিত বলে তিনি অভিযোগ করেন।বিজেপি সভাপতি স্পষ্ট জানান, রাজ্যের মানুষ রাজনীতি চান না, তাঁরা চান উন্নয়ন। সেই লক্ষ্যেই কাজ করবে ডবল ইঞ্জিন সরকার।

কেন্দ্রের অর্থ, সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও আধুনিক প্রযুক্তিকে একসঙ্গে কাজে লাগিয়ে পশ্চিমবঙ্গকে আধুনিক ও বাসযোগ্য নগর ব্যবস্থার পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই তাঁদের অঙ্গীকার বলে জানান শমীক। তাঁর কথায়, আর সুযোগ নষ্ট হতে দেওয়া হবে না। নবনির্বাচিত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঠিক সিদ্ধান্তই উন্নত বাংলা গড়ে তুলবে।

পুরনিয়োগ দুর্নীতি মামলায় মদনের একাধিক ঠিকানায় ইডির হানা,

উদ্ধার নথি-ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের তথ্য

নয়া জামানা ঃ পুরনিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ফের সক্রিয় হল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। শনিবার সকাল থেকেই কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকায় মোট আটটি স্থানে তল্লাশি অভিযান চালায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। অভিযানের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন কামারহাটির তৃণমূল বিধায়ক মদন মিত্র।ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, বিধায়কের ভবানীপুর, জোকা, বেলঘড়িয়া ও দক্ষিণেশ্বরের একাধিক ঠিকানায় একযোগে তল্লাশি চালানো হয়। বর্তমানে পরিবারের সঙ্গে ভবানীপুরের ফ্ল্যাটে অবস্থান করছেন মদন মিত্র। শনিবার সকাল প্রায় ৬টা থেকে সেখানে শুরু হয় তল্লাশি। কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তায় ঘিরে রাখা হয় গোটা এলাকা।

তদন্তকারীরা বিধায়ককে দীর্ঘক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদও করেন বলে সূত্রের খবর।তদন্তে উঠে এসেছে, ২০২৩ সালের মার্চ মাসে গ্রেপ্তার হওয়া ব্যবসায়ী অয়ন শীলের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতেই এই অভিযান চালানো হয়েছে। ইডি দাবি করেছে, তল্লাশি চলাকালীন মদন মিত্রের বাড়ি থেকে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নথি এবং ছয়টি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট সংক্রান্ত তথ্য উদ্ধার হয়েছে।উল্লেখ্য, অয়ন শীলের সংস্থার বিরুদ্ধে রাজ্যের সাতটি পুরসভায় নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। এই তালিকায় রয়েছে কামারহাটি পুরসভাও। অভিযোগ, ওই সংস্থার মাধ্যমে গ্রুপ-ডি কর্মী, টাইপিস্ট-সহ বিভিন্ন পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে ওএমআর শিট ছাপানো, ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া পরিচালনা এবং অন্যান্য প্রশাসনিক কাজের দায়িত্ব পালন করা হত। তদন্তকারীদের দাবি, এই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে।ইডি সূত্রে খবর, কামারহাটি পুরসভায় নিয়োগ সংক্রান্ত অনিয়মে বিধায়ক হিসেবে মদন মিত্রের কোনও ভূমিকা ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ত্রাণ দুর্নীতির অভিযোগে অভিষেকের বিরুদ্ধে এফআইআর, তদন্তে সিট গঠনের দাবি

নয়া জামানা ঃ তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ও ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে এবার আমফান ত্রাণ বণ্টনে দুর্নীতির অভিযোগ উঠল। শনিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুর থানায় বিজেপি নেতা অভিজিৎ দাস (ববি) একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। পাশাপাশি জেলা পুলিশ কমিশনারের কাছে বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠন করে ঘটনার তদন্তের দাবিও জানিয়েছেন তিনি।অভিযোগকারী বিজেপি নেতার দাবি, ২০২০ সালের ঘূর্ণিঝড় আমফানের পর ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন ও বাড়ি মেরামতির জন্য কেন্দ্রীয় ত্রাণ তহবিল থেকে বিপুল অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছিল। কিন্তু সেই অর্থের একটি বড় অংশ প্রকৃত উপভোক্তাদের কাছে পৌঁছায়নি। তাঁর অভিযোগ, ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন এলাকায় তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা ওই অর্থ আত্মসাৎ করেছেন এবং এর পিছনে সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ ছিল।অভিজিৎ দাসের অভিযোগ অনুযায়ী, বিষ্ণুপুর-১ ব্লকে ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ি মেরামতের জন্য প্রায় ২৫ কোটি ৮০ লক্ষ ২০ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল।

Naya Jamana Evening Edition.....9 june.....2026_Layout 1 13-06-2026 16:07 Page 2

বর্ষার মাঝেই খারাপ খবর দিল হাওয়া অফিস

নয়া জামানা ডেক্স ঃ ভারতের চলতি বর্ষা সিজনে মাঝারি থেকে শক্তিশালী এল নিনো পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে বলে সতর্ক করেছে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর। শুক্রবার প্রকাশিত মাসিক বুলেটিনে জানানো হয়েছে, বর্ষার বাকি সময়জুড়ে এল নিনোর প্রভাব আরও স্পষ্ট হতে পারে। একই সঙ্গে আবহাওয়াবিদরা জানিয়েছেন, ভারত মহাসাগরীয় ডাইপোল নিরপেক্ষ অবস্থাতেই থাকবে বলে অনুমান করা হচ্ছে, যা বর্ষার বৃষ্টিপাতের ওপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে।মূল্যায়ন অনুযায়ী, এবছর দেশের মৌসুমি বৃষ্টিপাত দীর্ঘমেয়াদি গড়ের প্রায় ৯০ শতাংশ হতে পারে। অর্থাৎ, সার্বিকভাবে বর্ষা স্বাভাবিকের তুলনায় কিছুটা দুর্বল থাকার আশঙ্কা রয়েছে। এর ফলে কৃষি, জলসম্পদ এবং গ্রামীণ অর্থনীতির ওপর চাপ বাড়তে পারে।আবহাওয়া দফতর ইতিমধ্যেই দেশের ১৯৭টি জেলাকে এল নিনোর প্রভাবের দিক থেকে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এই জেলাগুলিতে বৃষ্টিপাতের ঘাটতি, দীর্ঘ সময় শুষ্ক আবহাওয়া এবং তাপমাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষ করে বৃষ্টিনির্ভর কৃষির উপর নির্ভরশীল এলাকাগুলিতে এর প্রভাব বেশি পড়তে পারে।বিশেষজ্ঞদের মতে, এল নিনো হল প্রশান্ত মহাসাগরের নিরক্ষীয় অঞ্চলের সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাওয়ার একটি জলবায়ুগত ঘটনা। এর প্রভাব শুধু প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং বিশ্বের বিভিন্ন দেশের আবহাওয়ার ধরনেও পরিবর্তন আনে। ভারতে সাধারণত শক্তিশালী এল নিনোর সময় দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বৃষ্টিপাত দুর্বল হয়ে পড়ে, যার ফলে খরার ঝুঁকি বেড়ে

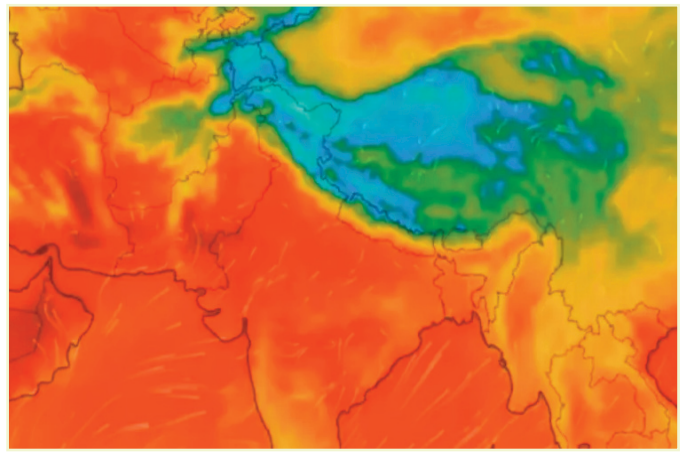

যায়।অন্যদিকে, ভারত মহাসাগরীয় ডাইপোল যদি ইতিবাচক অবস্থায় থাকে, তবে তা অনেক সময় এল নিনোর নেতিবাচক প্রভাবকে কিছুটা প্রশমিত করতে পারে। তবে সর্বশেষ পূর্বাভাস অনুযায়ী, চলতি মৌসুমে নিরপেক্ষ অবস্থায় থাকার সম্ভাবনাই বেশি। ফলে এল নিনোর বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় এই জলবায়ুগত উপাদান থেকে বিশেষ সহায়তা পাওয়ার সম্ভাবনা কম।আবহাওয়া বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, বর্ষার বৃষ্টিপাতে আঞ্চলিক বৈষম্যও দেখা দিতে পারে। কোথাও স্বাভাবিকের তুলনায় কম বৃষ্টি, আবার কোথাও স্বল্প সময়ে অতিবৃষ্টির মতো পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। ফলে কৃষকদের আবহাওয়ার সর্বশেষ পূর্বাভাস নিয়মিত অনুসরণ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলিও পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছে। কৃষি, জলসংরক্ষণ এবং দুর্যোগ মোকাবিলা সংক্রান্ত বিভিন্ন দফতরকে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যাতে বৃষ্টির ঘাটতি বা আবহাওয়ার অস্বাভাবিক পরিস্থিতির প্রভাব যতটা সম্ভব কমানো যায়।বর্ষা ভারতের কৃষি ও অর্থনীতির অন্যতম প্রধান ভিত্তি। তাই এল নিনোর সম্ভাব্য প্রভাব নিয়ে এই সতর্কবার্তা কৃষক এবং সাধারণ মানুষের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আগামী কয়েক সপ্তাহে আবহাওয়ার পরিস্থিতির উপর নির্ভর করেই বর্ষার সামগ্রিক চিত্র আরও স্পষ্ট হবে।

বউয়ের বকা খেয়ে অবিকল মানুষের মতো কী করল এই গোরিলা?

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ আজ যদি আপনি সকাল থেকে ফেসবুক বা এক্স-এর দেওয়ালে স্ক্রোল করে থাকেন, তবে ইন্টারনেটের নতুন অথচ চেনা-চেনা একটি ব্যাপারের দেখা নিশ্চয়ই পেয়েছেন। সে কোনও মানুষ নয়, বরং এক পরম বিষণ্ণ, গভীর চিন্তামগ্ন গোরিলা! আর তাকে দেখে মনে হচ্ছে, সে যেন এই মুহূর্তে নিজের জীবনের প্রতিটি অতীত সিদ্ধান্ত এবং ভুলত্রুটি নিয়ে মনে মনে অডিট করতে বসেছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি অত্যন্ত মজাদার ভিডিও ঝড়ের গতিতে ভাইরাল হয়েছে, যা মূলত দুটি আলাদা অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে দেখা যাচ্ছে, একটি পুরুষ গোরিলাকে খাঁচার ভেতর থেকে চরম রেগে গিয়ে তাড়া করছে একটি মহিলা গোরিলা। আর দ্বিতীয় অংশে ক্যামেরা কাট করে দেখাচ্ছে, সেই পুরুষ গোরিলাটি মাঠের এক কোণে সম্পূর্ণ একা বসে, গালে হাত দিয়ে, উদাস চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে গভীর অস্তিত্ব সংকটে ভুগছে! যদিও নেটিজেনদের একাংশ ইতিমধ্যেই ধরে ফেলেছেন যে এই ভিডিওটির দুটি অংশ আসলে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন সময়ের এবং দুটি আলাদা ভিডিওকে একসঙ্গে জোড়াতালি দিয়ে বানানো হয়েছে। কিন্তু তাতে কী! নেটিজেনদের কাছে এই পুরুষ গোরিলা 'কিয়োমাসার ম্যারাটাল ক্রাইসিস' বা পারিবারিক অশান্তির কাল্পনিক গল্পটি এতটাই মনে ধরেছে যে, মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কমেন্ট বক্স খিলখিল হাসির এক খনিতে পরিণত হয়েছে। প্রত্যেকেই এই গোরিলার বডি ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে সাধারণ মানুষের সম্পর্কের টানাপোড়েন খুঁজে পাচ্ছেন। সোশ্যাল মিডিয়া একযোগে মেনে নিয়েছে; ভিডিওতে এই গোরিলাকে দেখে আর কোনও বন্য জন্তু মনে হচ্ছে না, তাকে হুবহু সেই স্বামীর মতো লাগছে যে এইমাত্র ড্রইং রুমে বউয়ের সঙ্গে এক তুমুল তর্কে হেরে গিয়ে শান্তি হিসেবে বাড়িরই পিছনে বা ছাদে একা বসে নিজের কী কী

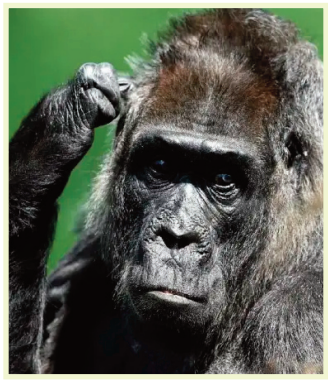

ভুল হল, তা ভাবছে! অনেকের কাছেই গোরিলার এই একা বসে থাকার দৃশ্যটি সম্পর্কের সেই চেনা 'লেট-নাইট ওভারথিঙ্কিং' বা গভীর রাতে একা একা ভাবার স্মৃতি উসকে দিয়েছে। একজন নেটপাড়ার বাসিন্দা লিখেছেন, তগোরিলাটা কিন্তু একা বসে নেই... ও আসলে বউয়ের সঙ্গে হওয়া তর্কটা রি-প্লে করছে এবং ভাবছে ৩ ঘণ্টা আগে ও কী কী জুতসই উত্তর দিতে পারত, যা ও এখন ভাবছে!দ অন্য একজন লিখেছেন, তভাই তর্কে জিতে তো গেছে, কিন্তু তার জন্য কী চড়া মূল্য চোকাতে হল দেখুন! আবার অন্য একজনের রসিকতা; ও এখন ভাবছে, আমি যদি এখন একটা কলা নিয়ে শান্তিদূত হিসেবে ওঁর ঘরে যাই, ও কি সেটা নেবে নাকি ওটা আমার মাথায় ছুঁড়ে মারবে? কৌতুকপ্রিয়তার পারদ আরও চড়ে যখন নেটিজেনরা কিয়োমাসার এই কাল্পনিক পারিবারিক বিবাদের আইনি ও আর্থিক দিক নিয়ে হিসাব কষতে বসেন। একজন ইউজার লিখেছেন, বিবাহ বচ্ছেদ? খোরপোশ? বাচ্চাদের দায়িত্ব কে পাবে? এই বয়সে এসে কি আমাকে আবার নতুন করে ডেটিং শুরু করতে হবে? ধুর...ওসবের চেয়ে কাল সকালে একছড়া কলা নিয়ে গিয়ে ওঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে নেব। সত্যি বলতে, আমরা কী নিয়ে ঝগড়া করছিলাম সেটাই আমার মনে নেই, শুধু এটুকু জানি ভুলটা আমারই ছিল।

বিশ্বের প্রথম 'ট্রিলিয়নার' এলন মাস্ক

নয়া জামানা ডেক্স ঃ শেয়ার বাজারে পা রেখেই ইতিহাস গড়ল এলন মাস্কের রকেট কোম্পানি 'স্পেসএক্স'। প্রথম দিনেই সংস্থার শেয়ারের দাম ১১ শতাংশ বেড়ে দাঁড়াল ১৫০ ডলার। পরে তা আরও বেড়ে হয় প্রায় ১৬৭ ডলার। এর ফলে স্পেসএক্সের মোট বাজারমূল্য পৌঁছল ২.১৮ ট্রিলিয়ন ডলারে। আর এই সাফল্যের হাত ধরেই বিশ্বের প্রথম 'ট্রিলিয়নার' হয়ে গেলেন বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি এলন মাস্ক।আইপিও-তে স্পেসএক্সের শেয়ারের দাম ১৩৫ ডলার থেকে এক ধাক্কায় ১৫০ ডলার হতেই ট্রিলিয়নারের তকমা পান মাস্ক। বর্তমানে তাঁর মোট সম্পত্তির আসল উৎস হল স্পেসএক্স এবং বৈদ্যুতিক গাড়ি তৈরির সংস্থা 'টেসলা'-র শেয়ার। এ ছাড়াও মানুষের মাথায় চিপ বসানোর প্রযুক্তি সংস্থা 'নিউরালিঙ্ক' এবং সুড়ঙ্গ তৈরির সংস্থা 'দ্য বোরিং কোম্পানি'-তেও তাঁর বড় অঙ্কের মালিকানা রয়েছে।এর আগে ২০২১ সালের জানুয়ারি মাসে

অ্যামাজনের মালিক জেফ বেজোসকে পিছনে ফেলে বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি হয়েছিলেন মাস্ক। সে সময় টেসলার শেয়ারের দাম এক লাফে বাড়ায় তাঁর মোট সম্পত্তি ১৮৫ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গিয়েছিল।হঠাৎ কেন স্পেসএক্স-কে শেয়ার বাজারে আনা হল, তার কারণও জানিয়েছেন টেসলা-প্রধান। মাস্কের কথায়, মহাকাশে কৃত্রিম উপগ্রহ ও ডেটা সেন্টার বসানো এবং ভবিষ্যতে মঙ্গলে মানুষের বসতি গড়ে তোলার জন্য প্রচুর টাকার প্রয়োজন। সেই টাকা তুলতেই এই সিদ্ধান্ত।পৃথিবীর বাইরে অন্য গ্রহেও যাতে মানুষ বসবাস করতে পারে, সেই স্বপ্নের কথাই আরও একবার মনে করিয়ে দিয়েছেন মাস্ক। তিনি বলেন, ''শুধু কয়েকজন মহাকাশচারী নন, আমি সাধারণ মানুষের কথা বলছি। এই মুহূর্তে যিনিই আমার কথা শুনছেন বা দেখছেন- স্পেসএক্স আপনাকে চাঁদে, মঙ্গলে এবং ব্রহ্মাণ্ডের আরও দূর-দূরান্তে নিয়ে যেতে চায়।'

৬০ বছরের বর, ৫৮-র কনে!

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ যে জমানায় লিভ-ইন সম্পর্ক শুনলে কালে আঙুল দিত দেশবাসী। সেই সময়ে দাঁড়িয়ে সমাজকে বুড়ো আঙুল দেখিয়েছিলেন রত্না এবং কড়বি দেবী। লিভ ইন সম্পর্কের রজত জয়ন্তী পেরিয়ে অবশেষে বিয়ের পিঁড়িতে বসলেন যুগল। হালে লিভ-ইন সম্পর্কের বাড়বাড়ন্ত মাত্রাছাড়া আকার নিয়েছে দেশে। অভিযোগ ওঠে, এই সম্পর্কের জেরে বেড়েছে অপরাধ প্রবণতা। লিভ-ইনের পক্ষে-বিপক্ষে নানা মুনির নানা মত। তবে সে বিতর্ককে পাশ কাটিয়ে নজির স্থাপন করলেন রাজস্থানের এক যুগল। যে জমানায় লিভ-ইন সম্পর্ক শুনলে কালে আঙুল দিত দেশবাসী। সেই সময়ে দাঁড়িয়ে সমাজকে বুড়ো আঙুল দেখিয়েছিলেন রত্না এবং কড়বি দেবী। লিভ ইন সম্পর্কের রজত জয়ন্তী পেরিয়ে অবশেষে বিয়ের পিঁড়িতে বসলেন

তাঁরা। বর্তমানে রত্নার বয়স ৬০ এবং কনে কড়বির বয়স ৫৮। বাঁসওয়ারার আদিবাসী অধ্যুষিত সালিয়া গ্রামের বাসিন্দা রত্না ও কড়বি। জানা গিয়েছে, আর্থিক সংকটের জেরে সামাজিক রীতি মেনে প্রথাগত বিয়ে করতে পারেননি তাঁরা। সেই সমস্যা এড়াতে ২৫ বছর আগে আদিবাসী সম্প্রদায়ের 'নাতরা প্রথা' অনুযায়ী একসঙ্গে থাকতে শুরু করেন তাঁরা। বিশ্বাস ও ভালোবাসায় ভর করে এত বছর পার করেছেন। চার ছেলে-মেয়ের বিয়েও দিয়েছেন এই যুগল। তবে সময় বদলেছে। অতীতের আর্থিক দুর্দশারও পেরিয়ে বর্তমানে রত্না ও কড়বিদের সংসারে স্বচ্ছলতা এসেছে, একইসঙ্গে শরীরে পড়েছে বার্ধক্যের ছাপ। এই অবস্থায় যুগলকে সামাজিক স্বীকৃতি দিতে আদিবাসী ঐতিহ্য মেনে বিবাহ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন ওই যুগলের সন্তানরা। গায়ে হলুদের মাধ্যমে শুরু হয় বিয়ের অনুষ্ঠান। পরিবার ও সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা যোগ দেন এই নজিরবিহীন বিয়ের অনুষ্ঠানে। আদিবাসী রীতি মেনে বেজে ওঠে ধামসা, মাদল। সঙ্গীত ও ঐতিহ্যবাহী নাচের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বর ও কনে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। ঐতিহাসিক এই মুহূর্তের সাক্ষী হতে আত্মীয়স্বজনদের পাশাপাশি যুগলের বাড়িতে ভিড় জমায় গোটা গ্রাম। এত বছরের লিভ ইন সম্পর্কের পর অবশেষে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পেরে যারপরনাই খুশি রত্না এবং কড়বি।

Naya Jamana Evening Edition.....9 june.....2026_Layout 1 13-06-2026 16:07 Page 3

শ্রমিক পরিবারের সন্তানদের স্বাস্থ্য সচেতনতায় যোগাভ্যাসের আয়োজন

বাবলু রহমান ,নয়া জামানা, জলপাইগুড়ি ঃ আসন্ন আন্তর্জাতিক যোগ দিবসকে সামনে রেখে জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জ ব্লকের ডেঙ্গুয়াঝাড় চা বাগানে আয়োজন করা হল বিশেষ যোগাভ্যাস কর্মসূচি। চা বাগানের শ্রমিক পরিবারের ছেলে-মেয়েদের সুস্থ ও সবল করে গড়ে তোলার লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয়। চা বাগানের হাসপাতাল চত্বরে অনুষ্ঠিত এই কর্মসূচিতে অংশ নেয় বহু ছাত্রছাত্রী, শ্রমিক পরিবার এবং চা বাগান কর্তৃপক্ষ।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজগঞ্জের বিধায়ক দীনেশ সরকার, সরকারি আধিকারিক, চা বাগান কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় বাসিন্দারা। যোগ প্রশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে উপস্থিত ছেলে-মেয়েরা বিভিন্ন ধরনের যোগব্যায়াম শেখে এবং অংশগ্রহণ করে।রাজগঞ্জের বিধায়ক দীনেশ সরকার বলেন, বিশ্ব যোগ দিবস উপলক্ষে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে চা বাগান এলাকাগুলিতে এই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। তাঁর কথায়, চা বাগান শ্রমিক পরিবারগুলির মধ্যে এখনও অনেক অভাব-অনটন রয়েছে। সেই কারণে বিভিন্ন শারীরিক সমস্যাও দেখা দেয়। নিয়মিত যোগাভ্যাস করলে শরীর সুস্থ থাকে এবং অনেক রোগব্যাধি থেকে মুক্ত থাকা যায়। তাই ছোটবেলা থেকেই শ্রমিক পরিবারের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে যোগাভ্যাসের অভ্যাস গড়ে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে।তিনি আরও বলেন, উত্তরবঙ্গের চা বলয় শুধু রাজ্যের নয়, দেশের অর্থনীতিরও একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই এলাকার শ্রমিক পরিবারগুলির সন্তানদের সুস্থ জীবনযাপনের জন্য যোগব্যায়াম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাজ্য সরকার চায় তারা যেন শারীরিকভাবে সুস্থ থেকে ভবিষ্যতে আরও ভালোভাবে এগিয়ে যেতে পারে।জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন ডেঙ্গুয়াঝাড় চা বাগানের ম্যানেজার উত্তম বৈষ্ণব বলেন, আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের আগেই এই কর্মসূচির মাধ্যমে সচেতনতা বাড়ানোর চেষ্টা করা হয়েছে। তিনি রাজ্য সরকার এবং সংশ্লিষ্ট সব দপ্তরকে ধন্যবাদ জানান। পাশাপাশি বিধায়কের উপস্থিতির জন্যও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তাঁর মতে, হেলথ ইজ ওয়েলথ; শরীর ভালো থাকলে সবকিছুই ভালো থাকে। আর ভালো স্বাস্থ্য বজায় রাখতে যোগাভ্যাস অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া চা বাগানের শ্রমিক পরিবারের কিশোরী নিকিতা ওঁরাও জানায়, যোগচর্চা করতে পেরে তাদের খুব ভালো লেগেছে। সে বলে, শরীর ভালো রাখার জন্যই তাদের যোগ শেখানো হয়েছে। সামনে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে এই কর্মসূচি হওয়ায় তারা খুবই খুশি। নিকিতা জানায়, তার বাবা-মা দুজনেই চা বাগানের শ্রমিক এবং ডেঙ্গুয়াঝাড় চা বাগান এলাকাতেই তাদের বাড়ি।বিধায়ক দীনেশ সরকার জানান, বিশ্ব যোগ দিবস উপলক্ষে শুধু ডেঙ্গুয়াঝাড় নয়, উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন চা বাগান এলাকাতেও এই ধরনের সচেতনতামূলক কর্মসূচি নেওয়া হচ্ছে।

বিশেষ করে পিছিয়ে পড়া শ্রমিক ও জনজাতি পরিবারের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে শরীরচর্চার অভ্যাস গড়ে তুলতেই এই উদ্যোগ। তিনি আশা প্রকাশ করেন, আগামী দিনে আরও বেশি সংখ্যক চা বাগান শ্রমিক পরিবারের সন্তান নিয়মিত যোগাভ্যাসের সঙ্গে যুক্ত হবে এবং সুস্থ জীবনযাপনের পথে এগিয়ে যাবে।

গ্রেপ্তার দুই বাংলাদেশি

আনিকুল ইসলাম, নয়া জামানা, রঘুনাথগঞ্জ ঃ ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন এলাকা থেকে দুই বাংলাদেশি নাগরিককে গ্রেফতার করল পুলিশ। শনিবার মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জ বিধানসভার অন্তর্গত তেঘরী গ্রাম পঞ্চায়েতের মহালদারপাড়া এলাকা থেকে তাঁদের আটক করা হয়। পরে বৈধ নথিপত্র দেখাতে না পারায় দু'জনকেই গ্রেফতার করা হয় বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। ধৃতদের নাম শরিফুল ইসলাম (২৮) এবং ইজারুল শেখ বাবু। তাঁদের বাড়ি বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ থানার এলাকায় বলে প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে।স্থানীয় সূত্রে খবর, সীমান্তবর্তী এলাকায় সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখে এলাকাবাসীর নজরে আসেন ওই দুই ব্যক্তি। বিষয়টি পুলিশকে জানানো হলে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। জিজ্ঞাসাবাদের সময় ভারতে প্রবেশের কোনও বৈধ পাসপোর্ট, ভিসা বা অন্য কোনও সরকারি নথি দেখাতে পারেননি তাঁরা।এরপরই পুলিশ তাঁদের আটক করে থানায় নিয়ে যায় এবং বিদেশি নাগরিক আইনসহ সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে গ্রেফতার করে। কী উদ্দেশ্যে তাঁরা ভারতে প্রবেশ করেছিলেন, আদৌ কোনও দালাল চক্রের মাধ্যমে সীমান্ত অতিক্রম করেছেন কি না, কিংবা অন্য কোনও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন কি না, তা খতিয়ে দেখছে তদন্তকারী আধিকারিকরা।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে সীমান্ত পারাপারের নেপথ্যের কারণ ও সম্ভাব্য যোগাযোগের সূত্র খোঁজার চেষ্টা চলছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সীমান্তবর্তী এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হয়েছে।ধৃত দুই বাংলাদেশি নাগরিককে আদালতে পেশ করা হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

কৃষি কর্মাধ্যক্ষ-এর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

নয়া জামানা,শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের কৃষি কর্মাধ্যক্ষ তথা এলাকার পরিচিত তৃণমূল নেতা মহম্মদ আইনুল হকের রহস্যমৃত্যুকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ফাঁসিদেওয়া এলাকায়। শনিবার সকালে তাঁর বাড়ি থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় মৃতদেহ উদ্ধার হয়। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন আইনুল হক। রাজনৈতিক জীবনের শুরু কংগ্রেসের হাত ধরে। কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে তিনি একাধিকবার গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাচনে জয়ী হন। পরবর্তীতে তিনি তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করে শিলিগুড়ি মহকুমা এলাকার অন্যতম পরিচিত মুখ হয়ে ওঠেন। তৃণমূল আমলে তিনি মহকুমা পরিষদের বিরোধী দলনেতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং পরে কৃষি কর্মাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন।পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার সকালে বাড়ির সদস্যরা তাঁকে গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় ঝুলতে দেখেন। দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে ফাঁসিদেওয়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।খবর পেয়ে পুলিশ হাসপাতালে এবং তাঁর বাড়িতে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে। প্রাথমিকভাবে মৃত্যুর কারণ স্পষ্ট নয়। এটি আত্মহত্যা নাকি এর পিছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পরই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা মিলবে।পরিবারের দাবি, দীর্ঘদিন ধরেই বিভিন্ন শারীরিক সমস্যায় ভুগছিলেন আইনুল হক। সেই কারণেই তিনি মানসিকভাবে অবসাদগ্রস্ত ছিলেন কি না, তাও তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখছেন।

নয়া জামানার খবর প্রকাশেই কাজ শুরু!

দুরামারি-নাথুয়ায় বিদ্যুৎ ফেরাতে যুদ্ধকালীন তৎপরতা

বাবলু রহমান,নয়া জামানা, জলপাইগুড়ি ঃ প্রায় এক মাস ধরে দুরামারি, নাথুয়া ও সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দারা ঘনঘন লোডশেডিং, কম ভোল্টেজ এবং দীর্ঘ সময় বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন থাকার সমস্যায় চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছিলেন। প্রচণ্ড গরমের মধ্যে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ চরমে পৌঁছেছিল। দিনের পর দিন বিদ্যুৎ না থাকায় ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনা, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং নিত্যদিনের কাজকর্ম ব্যাহত হচ্ছিল। এই পরিস্থিতিতে এলাকার মানুষের ক্ষোভ ও দুর্ভোগের কথা তুলে ধরি আমরা নয়া জামানা।এরপর নয়া জামানা পত্রিকায় সমস্যার খবর প্রকাশিত হওয়ার পরই তৎপর হয়ে ওঠে বিদ্যুৎ দপ্তর। এরপর জঙ্গলঘেরা দুর্গম এলাকায় দিনরাত মেরামতির কাজ শুরু করেন কর্মীরা। দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকা সমস্যার সমাধানে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ শুরু হয় বিভিন্ন এলাকায়। বিদ্যুৎ দপ্তর সূত্রে খবর, বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক করতে বনদপ্তরের সহযোগিতায় একাধিক টিমকে কাজে নামানো হয়েছে। জঙ্গলঘেরা ও বন্যপ্রাণী অধ্যুষিত এলাকায় নানা প্রতিকূলতা থাকা সত্ত্বেও কর্মীরা নিরলসভাবে বিদ্যুৎ লাইন, ট্রান্সফরমার এবং খুঁটির মেরামতির কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। কাজ চলাকালীন বেশ কিছু ব্যতিক্রমী দৃশ্যও চোখে পড়েছে। কোথাও রাস্তা পারাপার করছে হাতির দল, আবার তার কিছু দূরেই বিদ্যুতের খুঁটির উপরে উঠে কাজ করছেন কর্মীরা। বন্যপ্রাণীর আতঙ্ককে উপেক্ষা করেই পরিষেবা স্বাভাবিক করার লক্ষ্যে তাঁরা কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। এমনকি রাতের অন্ধকারেও থেমে থাকেনি মেরামতির কাজ।

সার্চলাইট জ্বালিয়ে জঙ্গলের মধ্যে বিদ্যুৎ লাইনের ত্রুটি সারাতে দেখা গিয়েছে কর্মীদের। এলাকাবাসীদের একাংশের মতে, দীর্ঘদিন ধরে সমস্যার কথা জানানো হলেও কার্যকর পদক্ষেপ দেখা যায়নি। তবে নয়া জামানা-য় খবর প্রকাশিত হওয়ার পর প্রশাসন ও বিদ্যুৎ দপ্তরের এই তৎপরতা সাধারণ মানুষের মধ্যে আশার সঞ্চার করেছে। স্থানীয়দের দাবি, শুধু সাময়িক মেরামতি নয়, ভবিষ্যতে যাতে আর এমন সমস্যার মুখোমুখি হতে না হয় তার জন্য স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কারণ এটি একটি জঙ্গলঘেরা ও বন্যপ্রাণী অধ্যুষিত এলাকা।

পড়াশোনা না করেও নম্বর বৃদ্ধি, শিক্ষকদের দুর্নীতির অভিযোগ

নয়া জামানা ,পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ চন্দ্রকোনা-১ ব্লকের জাড়া হাইস্কুলে গত ১৫ বছরে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত অভিভাবক-শিক্ষক বৈঠকে একের পর এক বিস্ফোরক অভিযোগ সামনে আসতেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। অভিযোগ,

স্কুলের মিড ডে মিল প্রকল্প থেকে শুরু করে পাঠ্যপুস্তক বণ্টন, শিক্ষার মান, উন্নয়নমূলক কাজ; প্রায় সব ক্ষেত্রেই অনিয়ম ও দুর্নীতি হয়েছে। অভিভাবকদের একাংশের দাবি, পড়াশোনায় দুর্বল বা অনুপস্থিত ছাত্রদের নম্বর বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এমনকি রবিবারেও মিড ডে মিলের খাবার দেখিয়ে হিসাব দেখানোর মতো গুরুতর অভিযোগও উঠেছে।বৈঠকে উপস্থিত স্কুল পরিচালন কমিটির বর্তমান ও প্রাক্তন সদস্যদের কেউ কেউ অভিযোগ করেন, তৎকালীন পরিচালন কমিটির সভাপতি এবং শিক্ষকদের একাংশ এই অনিয়মের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁদের দাবি, স্কুলে ক্লাস নেওয়ার ক্ষেত্রেও শিক্ষকদের বিরুদ্ধে অর্থ নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। পাশাপাশি মিড ডে মিলের চাল বিক্রি এবং বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ ব্যবহারে দুর্নীতির অভিযোগও তোলা হয়েছে।

এই সমস্ত অভিযোগ সামনে আসতেই অভিভাবকদের ক্ষোভের মুখে পড়তে হয় উপস্থিত শিক্ষকদের। অভিযোগের জবাবে শিক্ষকরা স্পষ্ট কোনও উত্তর দিতে পারেননি বলে দাবি অভিভাবকদের।স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিরণ্ময় মুখোপাধ্যায়-এর কাছেও একাধিক প্রশ্ন তোলা হলেও তিনি সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেননি বলে অভিযোগ। অন্যদিকে, স্কুল পরিচালন কমিটির সম্পাদক দেবাশিস মুখোপাধ্যায় প্রকাশ্যেই বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির বিষয় তুলে ধরেন।ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

Naya Jamana Evening Edition.....9 june.....2026_Layout 1 13-06-2026 16:07 Page 4

ফেলে দেওয়া পাট থেকে তৈরি

পুতুল মাতাচ্ছে সারা বাংলা

মুর্শিদাবাদ নামটা শুনলেই আমাদের মনে ভেসে ওঠে নবাবি যুগের স্মৃতি। বাংলার প্রথম স্বাধীন নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ, আলিবর্দি খাঁর সঙ্গে বর্গিদের টক্কর, সিরাজউদদৌলার বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্র, হাজারদুয়ারি প্রাসাদ , আরও কত কিছু।

কিন্তু এতো গেল মুর্শিদাবাদ শহরের কথা। শহরের বাইরেও তো মুর্শিদাবাদ রয়েছে। মুর্শিদাবাদ জেলা। তারও ঐশ্বর্য কোনো অংশেই কম নয়। সে ঐশ্বর্যের খোঁজ পেতে গেলে ঢুঁ মারতে হবে মুর্শিদাবাদ জেলার গ্রামেগঞ্জে, তার লোকসংস্কৃতিতে। যেমন গ্রামীন মুর্শিদাবাদের পাটের পুতুল, যার খ্যাতি এখন সারা বাংলায়।

খেদি নাকি, বুঁচি নাকি, চেপটি নাকি , এরকম সব নামে পরিচিত মিষ্টি দেখ তে পুতুলগুলো এতটাই জনপ্রিয় হয়েছে যে, বাজারে পাটের তৈরি অন্যান্য সব জিনিসের থেকে এই পুতুলের বিক্রি অনেক বেশি।এমনিতেই সারা বাংলা জুড়ে মুর্শিদাবাদের পাটশিল্প খুব জনপ্রিয়। পাট দিয়ে বানানো টুপি, ব্যাগ, ম্যাট, ওয়ালম্যাটের চাহিদা যথেষ্ট বেশি। তবে পাটের পুতুল যে হারে বিক্রি হচ্ছে, তা ছাপিয়ে গেছে অন্যান্য যে কোনো পাটের জিনিসকে। মজার ব্যাপার এটাই যে, পাটের অন্যান্য জিনিস বানানোর পর যেটুকু পাট অবশিষ্ট থাকে, সেটা দিয়েই তৈরি হয়ে পাটের পুতুল, যেটার কদর পাটের অন্য যে কোনো জিনিসের থেকে বেশি।

প্রথম দিকে সাবেকি পাট দিয়ে পুতুল বানানো হত, তারপর পাটকে লাল, নীল, সাদা, হলুদ , নানা রঙে রাঙিয়ে দুই রঙের পুতুল তৈরি করা হয়। কালো সুতো দিয়ে আঁকা হয় পুতুলের চোখ মুখ। রঙিন পুতুল বাজারে ছাড়ার পর পাটের পুতুলের চাহিদা আরও বেড়ে যায়।পাট দিয়ে পুতুল বানানোর সময়ে ক্রেতার চাহিদা অনুযায়ী পাটকে ব্লিচ করা হয় অথবা হয় না। ব্লিচ করা পাট দিয়ে তৈরি পুতুলের দাম বেশি। কারণ, ব্লিচ করা পাট দিয়ে বানানো পুতুল বেশি উজ্জ্বল আর চকচকে হয়। পুরুষ পুতুলের মাথায় পাগড়ি থাকে, মেয়ে পুতুলের মাথায় থাকে ঘোমটা। দু'তিন ফুট উচ্চতার পুতুল মোটামুটি ৪০০-৫০০ টাকায় বিক্রি হয়। তার থেকে ছোটো আকারের পুতুল, যেগুলো চাবির রিং-এর জন্য মানুষ সংগ্রহ করে, তাদের দাম ৪০ থেকে ৬০ টাকা। এখন রাজ্যের সব হস্তশিল্প মেলাতে তো বটেই, কলকাতা, শিলিগুড়ি, দুর্গাপুর, বোলপুর , নানা জায়গা থেকেই পুতুলের চাহিদা থাকে সারা বছর। কিছু কিছু ক্রেতা অর্ডার দিয়ে পুতুল বানিয়ে নেন। এই পাটের পুতুল মুর্শিদাবাদ জেলার মুকুটে আরেকটা পালক যোগ করেছে, সারা দেশে মুর্শিদাবাদের গৌরবকে নিয়ে গেছে অন্য মাত্রায়। সৌ ঃ বঙ্গদর্শন।

মুর্শিদাবাদ নামটা শুনলেই আমাদের মনে ভেসে ওঠে নবাবি যুগের স্মৃতি। বাংলার প্রথম স্বাধীন নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ, আলিবর্দি খাঁর সঙ্গে বর্গিদের টক্কর, সিরাজউদদৌলার বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্র, হাজারদুয়ারি প্রাসাদ , আরও কত কিছু। কিন্তু এতো গেল মুর্শিদাবাদ শহরের কথা। শহরের বাইরেও তো মুর্শিদাবাদ রয়েছে। মুর্শিদাবাদ জেলা। তারও ঐশ্বর্য কোনো অংশেই কম নয়। সে ঐশ্বর্যের খোঁজ পেতে গেলে ঢুঁ মারতে হবে মুর্শিদাবাদ জেলার গ্রামেগঞ্জে, তার লোকসংস্কৃতিতে। যেমন গ্রামীন মুর্শিদাবাদের পাটের পুতুল, যার খ্যাতি এখ ন সারা বাংলায়।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।